গালাতীয়ার ইমানদারদের কাছে হযরত পৌল রা. চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ৫

(১) স্বাধীন থাকার জন্যই মসিহ আমাদেরকে মুক্ত করেছেন। সেজন্য তোমরা স্থির থাকো, গোলামির জোয়ালের বশীভুত হয়ো না।

(২)শুনো, আমি পৌল তোমাদের বলছি, যদি তোমরা নিজেদের খতনা করাতে দাও, তাহলে মসিহ তোমাদের কোনো উপকারেই আসবেন না।

(৩)আমি আবারও প্রত্যেক মানুষের কাছে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, যে কেউ নিজেকে খতনা করাতে দেয়, সে সমস্ত শরিয়ত পালন করতে বাধ্য।

(৪)তোমরা যারা শরিয়ত পালন করে ধার্মিক হতে চাও, তোমরা নিজেদেরকে মসিহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছো; এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহ থেকে দুরে সরে গেছো।

(৫)কারণ আমরা রুহের মাধ্যমে, ইমানে দ্বারা, ধার্মিকতার আশা নিয়ে অধীর আগ্রহের সাথে অপেক্ষায় আছি।

(৬)কারণ মসিহ ইসার ওপর ইমান আনার পর খতনা করানো বা না-করানো কোনোটাই গুরুত্বপূর্ণ নয়; ফল দেয় না; একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইমান, যা মহব্বতের মধ্য দিয়ে কাজ করে।

(৭)তোমরা তো বেশ ভালোই দৌঁড়াচ্ছিলে; তাহলে সত্যের বাধ্য হতে কে তোমাদেরকে বাধা দিলো?

(৮)এমন প্ররোচনা তাঁর কাছ থেকে আসে না, যিনি তোমাদেরকে ডেকেছেন।

(৯)একটুখানি খামি একটা গোটা ময়দার তালকে ফাঁপিয়ে তোলে।

(১০)তোমাদের উপর আল্লাহে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে তোমরা অন্য কোনো রকম চিন্তা করবে না। কিন্তু যে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করছে, সে যে-ই হোক না কেন, তাকে শাস্তি পেতে হবে।

(১১)ভাই ও বোনেরা আমার, আমি যদি এখনো খতনার কথাই প্রচার করি, তাহলে কেন আমি নির্যাতিত হচ্ছি? এক্ষেত্রে তো তাহলে সলিবের অপরাধ মুছে ফেলা হয়েছে।

(১২)যারা তোমাদেরকে অস্থির করে তুলছে, আমি চাই, তারা যেনো নিজেদের খোজা করে।

[১৩]ভাই ও বোনেরা, স্বাধীন হবার জন্যই তোমাদেরকে ডাকা হয়েছিল; শুধু নিজের ভোগ-বিলাস পূরণের সুযোগ হিসাবে তোমাদের এই স্বাধীনতাকে ব্যবহার করো না, বরং ভালোবাসায় একজন অন্যজনের সেবক হয়ে উঠো।

[১৪]কারণ, একটি সংক্ষিপ্ত হুকুমের মাঝেই প্রকাশ করা হয়েছে সম্পূর্ণ তওরাতের মূল কথা, "তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতো মহব্বত করবে।"

[১৫]যাইহোক, তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করো এবং গিলে ফেলো, তাহলে সাবধান! এরকম করলে তোমরা তো একে অন্যকে ধ্বংস করে ফেলবে।

[১৬]আমি বলি, তোমরা বরং রুহের পরিচালনায় জীবন-যাপন করো, এবং দৈহিক আকাঙ্ক্ষাগুলোকে পূর্ণ করো না।

[১৭]দৈহিক আকাঙ্ক্ষা যা চায়, তা আল্লাহর রুহের বিরুদ্ধে এবং রুহ যা চান, তা দৈহিক আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে; কারণ এগুলো একে অন্যের বিরোধী, যেনো তোমরা যা করতে চাও, তা তোমরা করতে না পারো ।

[১৮]কিন্তু তোমরা যদি আল্লাহর রুহের দ্বারা পরিচালিত হও, তাহলে তোমরা শরিয়তের অধীনে নও।

[১৯-২১]দৈহিক কামনার কাজগুলো স্পষ্টই দেখা যায়। সেগুলো হলো- জিনা, অপবিত্রতা, লম্পটতা, মূর্তিপূজা, জাদুবিদ্যা, শত্রুতা, বিবাদ, হিংসা, রাগ, ঝগড়া, মতের অমিল, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, আমোদ-প্রমোদ এবং এরকম আরো অনেক অন্যায়। এর আগে যেমন আমি তোমাদেরকে সতর্ক করেছি, এখনো তেমনি করছি- যারা এরকম কাজ করে, তারা আল্লাহর রাজ্যের অধিকারী হবে না।

[২২]অন্যদিকে আল্লাহর রুহের ফল হলো- মহব্বত, আনন্দ, শান্তি, ধৈর্য, দয়া, উদারতা, বিশ্বস্ততা, [২৩]নম্রতা ও নিজেকে দমন। এসব গুণের বিরুদ্ধে কোনো আইন নেই।

[২৪]যারা হযরত ইসা মসিহের, তারা তাদের শরীরিক কামনা-বাসনা, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাসহ সলিববিদ্ধ করেছে।

[২৫]যদি আমরা আল্লাহর রুহের দ্বারা বেঁচে থাকি, তাহলে এসো আমরা আল্লাহর রুহের দ্বারাই পরিচালিত হই।

[২৬]এসো আমরা অহংকারী না হই, এক অপরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা না করি, একে অন্যকে হিংসা না করি।